দুর্নীতির একটি খন্ডচিত্র

কমিশনের সুযোগ নেই!

তাই ৯০ কোটি টাকার প্রজেক্ট স্থগিত

প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো সারসংক্ষেপে সচিব-প্রতিমন্ত্রী-মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, বিদেশী অনুদানে যে কম্পিউটার কিনতে খরচ পড়বে ১ লাখ টাকা, সেটা দেশীয় প্রতিষ্ঠান থেকে কিনতে খরচ পড়বে ৫০ হাজার টাকা। এই একটি তথ্য উপস্থাপনের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান সরকার ফিরিয়ে দিচ্ছে ৪৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা অনুদানের ৯০ কোটি ৯০ লাখ টাকার একটি প্রকল্প। কিন্তু প্রকৃত সত্য ঠিক উল্টো। বিদেশী অনুদানে শুধু কম্পিউটারটি কিনতে লাগবে প্রায় ৫৭ হাজার টাকা, যেখানে সরকারের নিজস্ব ফান্ড থেকে যাবে অর্ধেক খরচ। আর বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান থেকে কিনতে খরচ পড়বে ন্যূনতম ৫৮ হাজার টাকা, যার পুরোটাই যাবে সরকারি তহবিল থেকে। এভাবে ১০ হাজার ৩৮৮টি কম্পিউটার কিনতে সরকারের লোকসান দাঁড়াবে ৭৫ কোটির ওপরে। কয়েকজনের কমিশনের বন্দোবস্ত করতেই নেয়া হচ্ছে এমন উদ্যোগ... লিখেছেন ইকবাল মাহমুদ

এক যুগ পর কমনওয়েলথ গেমসে শুটিংয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে বাংলাদেশ। ক্রীড়ামোদীরা উচ্ছ্বসিত, সেই সঙ্গে আরো অনেকে। আসলে প্রথম হওয়ার আনন্দই আলাদা। তবে কখনো কখনো সেটা ভীষণ লজ্জারও। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০০১ সালের রিপোর্টে বাংলাদেশকে যখন বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়, আপনি কী তখন তার অংশীদার হতে চেয়েছেন? নিশ্চয়ই না।

আবার এ বছর ১৩ এপ্রিল ডেনমার্কের পররাষ্ট্র বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি পিটার হানসেন যখন এক অভিযোগ এনে কার্যত নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেনের গলায় দুর্নীতির মেডেল পরালেন, তখনও নিশ্চয়ই আপনি এই দুর্নামের ভাগীদার হতে চাননি। কিন্তু ওই পদক কি শুধুই কর্নেল আকবরের? না কি গোটা দেশ, দেশের মানুষও দুর্নীতিগ্রস্ত– বহির্বিশ্বে এটাই প্রমাণ হলো তখন।

বাংলাদেশকে যখন বিশ্বের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের স্বীকৃতি দেয়া হলো তখন এর বিরুদ্ধে অসম্ভব ভালো ভালো কথা বলে ক্ষমতায় এলো বিএনপি সরকার। অথচ ক্ষমতার মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই জুটলো দুর্নীতির পদক। আর ওই ঘটনার ৩ মাস পর আরো একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে সেই পদক ধরে রাখার জন্য।

প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হলো দেশী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিনলে কম্পিউটার প্রতি খরচ হবে ৫০ হাজার। এখন কেনা হচ্ছে ১ লাখ টাকা দিয়ে। সেই হিসেবে শুধু ১০ হাজার ৩৮৮টি কম্পিউটার কিনতে বাংলাদেশ সরকারের খরচ হবে ১০৩ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। আর নেদারল্যান্ড সরকারের অনুদানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের শুধু কম্পিউটার কেনা বাবদ খরচ হতো মাত্র ২৯ কোটি ৪৫ লাখ ৭ হাজার ৪৩৬ টাকা। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহের জন্য যদি স্থানীয়ভাবে এখন তা কেনা হয়, সেক্ষেত্রে হাজার দশেক কম্পিউটার কিনলে সরকারের গচ্চা যাবে প্রায় ৭৪ কোটি টাকা

ক্র	প্রতিষ্ঠানের নাম	দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্য					মন্তব্য
		সিপিইউ ও মনিটর	প্রিন্টার	ইউপিএস	সফট্ওয়ার	মোটমূল্য	
১.	টিউলিপ কম্পিউটার ইন্টারন্যাশনাল বিডি				১,৩০০০.০০	৯৬,৯১৫.৮৪	সম্প্রতি দাখিলকৃত সংশোধিত প্রস্তাব অনুযায়ী
২.	স্কাই কম্পিউটারস	৩৬,৯০৫.০০	৯,১৩০.০০	১৯,৭৪৫.০০	২১,৭৮০.০০	৯৫,২৬০.০০	স্থাপন খরচ ওয়ারেন্ট এবং এজেন্ট কমিশন বাবদ ৭,৭০০/- সহ মোট মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এই ফার্ম দরপত্র প্রত্যাহার করেছে বলে জানিয়েছে।
৩.	ফ্লোরা লিমিটেড	৫৮,০০০.০০	৭,৫০০.০০	২২,৫০০.০০	১২,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।
৪.	ইউনিভার্সাল ট্রেডার্স	৬০,০০০.০০	৭,০০০.০০	১৩,০০০.০০	১৭.০০০.০০	৯৭,০০০.০০	স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূত্র : সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সার-সংক্ষেপ

নেদারল্যান্ড সরকারের ৪৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা অনুদানে সে দেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী দেশের ৩ হাজার ৩৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার ৩৮৮টি কম্পিউটার সরবরাহের প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিস্ময়কর হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী ও ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে দু'রকম তথ্য উপস্থাপন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী কর্মকর্তারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছেন। আর এর প্রেক্ষিতে নেদারল্যান্ডের কম্পিউটার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান টিউলিপ কম্পিউটার ইন্টারন্যাশনাল বিভি গত ২৩ জুলাই এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে উকিল নোটিশ দিয়েছে এবং আগামী ১৬ আগস্টের মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়ন করতে বলেছে। নতুবা তারা পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানিয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে নেদারল্যান্ডের আদালতে। এর ফলে বাংলাদেশকে বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন যেমন হতে হবে তেমনি এর সূত্র ধরে নেদারল্যান্ড সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তারচেয়েও বড় কথা, সরকারের এমন সিদ্ধান্তের পেছনে যৌক্তিকতা কতটুকু।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, এই প্রকল্পের বিষয়ে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও প্রধানমন্ত্রীকে ভুল কিংবা আংশিক সত্য এবং তথ্য গোপন করে তথ্য উপস্থাপন করায় এবং স্থানীয়ভাবে কম্পিউটার কেনার কথা ব্যক্ত করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতি প্রভাবশালী কর্মকর্তার বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

যে প্রক্রিয়ার সঙ্গে নেদারল্যান্ডের মতো ইউরোপীয় একটি দাতা দেশ জড়িত তাদের কাছ থেকে সুবিধা নেয়া কার্যত কঠিন, এটা প্রভাবশালী কর্মকর্তারা ঠিকই আঁচ করতে পারেন। সে হিসেবে এতগুলো কম্পিউটার দেশীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কেনা হলে তেমন সুবিধা চাওয়ার আগেই হয়ত পাওয়া সম্ভব। আর এই মানসিকতাই না কি

আসলে আমরা এমন আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে আছি যে অবৈধ উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকলে বৈদেশিক সাহায্য পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করছি না। এই নৈতিক অবক্ষয় ঠেকানো না গেলে কিসের উন্নতি? তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নতি তো অনেক দূরের ব্যাপার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি দয়া করে খোঁজ নেবেন কী? কেন আপনার কাছে তথ্য গোপন করা হলো? কার স্বার্থে? কার স্বার্থ বড়? দেশের? মন্ত্রীর না সচিবের?

৯০ কোটি ৯০ লাখ টাকার ওই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা।

নিজেদের লাভের কথা চিন্তা করে সরকারের সর্বোচ্চ মহলকে ভুল বুঝিয়ে একশ্রেণীর কর্মকর্তা অনুদান নেয়া ঠেকিয়ে দিয়ে কার্যত দেশের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এদেশের মন্ত্রী-আমলারা দুর্নীতি করেন, এটা দেশের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন। দুর্নীতি করে তারা দেশের ক্ষতি করেন এটাও সবাই জানে। আবার সেটা করতে না পেরেও যে দেশের ক্ষতি করতে তারা দ্বিধা করেন না, ৯০ কোটি ৯০ লাখ টাকার কম্পিউটার প্রকল্পটি বাতিল হওয়াটা তারই প্রমাণ।

কী আশ্চর্য! দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন তথ্যপ্রযুক্তিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলছেন, কম্পিউটার শিক্ষার উন্নয়ন এবং ধাপে ধাপে তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার কথা জানাচ্ছেন তখন তার অধীনস্তরা সেই প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করছেন নানা কায়দায়। অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহ করে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার দেবার কথা বলছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ এ ব্যাপারে কোনো প্রকল্প পর্যন্ত তারা গ্রহণ করতে পারেনি। বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে চাঁদা আদায় করে একজন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে সেই টাকা রেখে ২/১টি করে কম্পিউটার কিনে কোথাও কোথাও তা সরবরাহ করা হচ্ছে বটে। কিন্তু না আছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, না আছে এরকম পরিকল্পনা। অথচ নেদারল্যান্ড সরকারের অনুদানে ৯০ কোটি ৯০ লাখ টাকার কম্পিউটার প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একযোগে দেশের ৩ হাজার ৩৮২টি

প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার ৩৮৮টি কম্পিউটার সরবরাহ করা যেতো। শুধু কী তাই? এ প্রকল্পের আওতায় ৬ হাজার ৭ শ' ৬৪ জন শিক্ষকের ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল বগুড়ার নট্রামসে। যদিও বর্তমান শিক্ষা সচিবের প্রাণান্ত চেষ্টা ছিল প্রশিক্ষণ যেন ঢাকার বিয়ামে হয়। কারণ তিনি দায়িত্বে আসার পর মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এখানে স্থানান্তরিত করেছেন অজ্ঞাত কারণে। আর আলোচ্য প্রকল্পে প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ১৪ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয়ের দু'একটি সূত্র অবশ্য বলছে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত না হবার পেছনে যে কলকাঠি নাড়া হয়েছে বিয়ামে প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়াও তার একটি কারণ। প্রসঙ্গত শিক্ষা সচিব নিজে বিয়ামের প্রকল্প পরিচালক।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না করার ক্ষেত্রে যেটি মূল বিষয় হিসেবে কাজ করেছে সেটি হলো কম্পিউটারের মূল্য বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি পড়বে এরকম একটি ধারণা শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের দিয়েছে। সর্বশেষ চলতি বছরের ৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে যে সারসংক্ষেপ পাঠায় তাতে বলা হয় প্রতিটি কম্পিউটারের মূল্য পড়বে ১ লাখ টাকা। এতে উল্লেখ করা হয় স্থানীয়ভাবে কিনলে এই কম্পিউটারের মূল্য হবে ৫০ হাজার টাকা। আর এর প্রেক্ষিতেই গত ৮ মে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) উপসচিব নাসরিন আক্তার বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের উপপ্রধান জন এ মাসকে এক চিঠিতে জানান, সরকার কম্পিউটার প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চিঠিতে অবশ্য কোনো কারণ দর্শানো হয়নি।

আশ্চর্য! সম্পূর্ণ মিথ্যে তথ্যের ভিত্তিতে অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত হলো। প্রকৃত সত্য হলো, সম্পাদিত চুক্তিতে ব্রান্ড কম্পিউটারের মূল্য ধরা হয়েছে ৫৬ হাজার ৮৯৪ টাকা। আর অনুদানের অর্থ বাদ দিলে এ জন্য বাংলাদেশ সরকারের খরচ পড়বে ২৮ হাজার ৪৪৭ টাকা। ২২মে ২০০১ ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও পরবর্তীতে আগস্ট মাসে ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির জন্য পাঠানো সারসংক্ষেপে কম্পিউটারের দামের এ বিষয়টি উল্লেখ আছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো বর্তমান বিএনপি সরকারের আমলে চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সারসংক্ষেপ পাঠায় তার ৬-এর (ক) অনুচ্ছেদে কম্পিউটারের মূল্য উল্লেখ করা হয় এরূপ, ৯৬ হাজার ৯১৫ টাকা ৯৪ পয়সা (সিপিইউ ও মনিটর, প্রিন্টার, ইউপিএস, সফটওয়্যারসহ)। অন্যান্য জিনিস বাদ দিলে শুধু একটি কম্পিউটারের মূল্য দাঁড়ায় ওই ৫৬ হাজার ৮৯৪ টাকা। এটি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে অনুমোদিতও হয়। এই সারসংক্ষেপটি শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম নিজে স্বাক্ষর করে পাঠিয়েছিলেন।

আবার ৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে যে সারসংক্ষেপ পাঠানো হয় সেখানে বলা হয়েছে, নেদারল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তির আওতায় কম্পিউটারের মূল্য পড়বে ১ লাখ টাকার মতো। এখানে খুব সচেতনভাবে প্রিন্টার, ইউপিএস, সফটওয়্যারসহ কম্পিউটারের একক মূল্য কথাটি উহ্য রাখা হয়। লক্ষণীয়, এই সারসংক্ষেপে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন ও সচিব শহীদুল আলম স্বাক্ষর করেছেন। সচেতন যে কেউই প্রশ্নটা তুলবেন, ২৩ জানুয়ারি যেখানে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে প্রিন্টার, ইউপিএস, সফটওয়্যারসহ কম্পিউটারের মূল্যের

বর্তমান শিক্ষা সচিবের প্রাণান্ত চেষ্টা ছিল প্রশিক্ষণ যেন ঢাকার বিয়ামে হয়। কারণ তিনি দায়িত্বে আসার পর মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এখানে স্থানান্তরিত করেছেন অজ্ঞাত কারণে। আর আলোচ্য প্রকল্পে প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ ছিল প্রায় ১৪ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয়ের দু'একটি সূত্র অবশ্য বলছে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত না হবার পেছনে যে কলকাঠি নাড়া হয়েছে বিয়ামে প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়াও তার একটি কারণ। প্রসঙ্গত শিক্ষা সচিব নিজে বিয়ামের প্রকল্প পরিচালক

শিক্ষামন্ত্রী জানেন, তবে তা ভুল

নেদারল্যান্ডের ৪৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা অনুদানে কম্পিউটার প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পেছনে কি কারণ কাজ করেছে ২০০০-এর এই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, আসলে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে কম্পিউটার কেনার চিন্তা করেছি। তাহলে অনুদানের টাকার কি হবে? শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আসলে বিষয়টি এখনো ওভাবে ভাবা হয়নি। তিনি বলেন, আমরা হিসাব করে দেখেছি স্থানীয়ভাবে কম্পিউটার কিনলে দাম অনেক কম পড়বে। সেটা কত? শিক্ষামন্ত্রী জানান, ৫০ হাজার টাকার মতো। কিন্তু এটা আপনারা কিভাবে নিশ্চিত হলেন? শিক্ষামন্ত্রী এবারে বলেন, মার্কেট সার্ভে করে দেখা গেছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয় যেসব কম্পিউটার কিনছে সেগুলোর দামও এরকম। কিন্তু তাকে যখন জানানো হয়, ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরির কম্পিউটার কেনার জন্য পিপিতে একেকটি কম্পিউটারের দাম ধরা হয়েছে ১ লাখ টাকা। তিনি বলেন, আসলে কাগজপত্র দেখতে হবে।

ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও প্রধানমন্ত্রীকে দু'রকম তথ্য দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, একেক সময়ের পর্যালোচনায় হয়তো একেকরকম বিষয় এসেছে। তিনি জানান, টিউলিপ কম্পিউটার ইন্টারন্যাশনাল বিভি'র কম্পিউটার কিনলে একেকটির দাম পড়বে ১ লাখ টাকা। কিন্তু তাদের প্রাইস অফার তো ৫৬ হাজার ৯শ' টাকা? মন্ত্রী যেন বিস্মিত হন। তাই নাকি? অনেকদিন আগের ঘটনা তো। আমাকে কাগজপত্র ঘাঁটতে হবে। বেটার আপনি মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলুন। তিনি পরামর্শ দেন। শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, বিষয়টিতে যদি আপনার আগ্রহ থাকে তাহলে পরে কথা বলা যাবে।

বিষয়টি জানানো হলো, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কেন তা এড়িয়ে যাওয়া হলো?

লক্ষণীয়, বলা হচ্ছে স্থানীয়ভাবে কম্পিউটার কিনলে ৫০ হাজার টাকা লাগবে। ভালো কথা। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি স্থাপনের যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেখানে ১২টি কম্পিউটার কেনার জন্য যে পি.পি তৈরি করেছে সেখানে একটি কম্পিউটারের মূল্য ধরা হয়েছে ১ লাখ টাকা। প্রিন্টারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মূল্যও আলাদা ধরা হয়েছে। আবার নবম শ্রেণীতে কম্পিউটার কোর্স চালুকরণ প্রকল্পে কম্পিউটার, ইউপিএস, প্রিন্টার কেনা হয়েছে একক প্রতি ১ লাখ ১৬ হাজার ৬০০ টাকায়। এতে সফটওয়্যার নেই। আর টিউলিপের অফার ৯৬ হাজার টাকা সবসহ। তাহলে বিষয়টি কী দাঁড়ালো? প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হলো দেশী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিনলে কম্পিউটার প্রতি খরচ হবে ৫০ হাজার। এখন কেনা হচ্ছে ১ লাখ টাকা দিয়ে। সেই হিসেবে শুধু ১০ হাজার ৩৮৮টি কম্পিউটার কিনতে বাংলাদেশ সরকারের খরচ হবে ১০৩ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। আর নেদারল্যান্ড সরকারের অনুদানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের শুধু কম্পিউটার কেনা বাবদ খরচ হতো মাত্র ২৯ কোটি ৪৫ লাখ ৭ হাজার ৪৩৬ টাকা। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহের জন্য যদি স্থানীয়ভাবে এখন তা কেনা হয়, সেক্ষেত্রে হাজার দশেক কম্পিউটার কিনলে সরকারের গচ্চা যাবে প্রায় ৭৪ কোটি টাকা। এছাড়া এভাবে কম্পিউটার কিনলে ৬ হাজার ৭৬৪ জন শিক্ষককে ৩ মাস ধরে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য আলাদাভাবে খরচও হবে। সেক্ষেত্রে লোকসানের অঙ্ক আরো বেড়ে যায়। এতে অবশ্য মন্ত্রী-সচিবদের কিছু যায়-আসে না। টাকাটা তো আর তাদের পকেট থেকে যাবে না। যাবে সরকারের তহবিল থেকে, জনগণের কাছ থেকে যা রাজস্ব হিসেবে আদায়কৃত। বরং এটা খরচ হলে উল্টো মন্ত্রী-সচিবদের পকেটে এর বড় অংশটা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সে ক্ষেত্রে তাদের আত্মীয়-পরিজন ব্যবসায়ীরাও সুবিধা পেতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীকে অন্ধকারে রেখে মন্ত্রী-সচিবরা যে দুর্নীতি করার জন্য কতটা মরিয়া তা বোঝা যাবে প্রধানমন্ত্রীকে ৭ এপ্রিল পাঠানো সারসংক্ষেপের ২টি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলেই। জানা গেছে, সারসংক্ষেপের ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'উল্লেখ্য যে আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, মাদ্রাসা (দাখিল ও আলিম) পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ২০০০০টি। এ সকল প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৫টি করে কম্পিউটার প্রদান করলে প্রায় ১ লাখ কম্পিউটারের প্রয়োজন হবে। কম্পিউটার শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে স্কুল/ মাদ্রাসা পর্যায়ে এসব কম্পিউটার শিক্ষা সরবরাহ করা দরকার।' আবার ৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে 'বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী ২৫ কোটি টাকায় প্রায় ৫ হাজার কম্পিউটার ক্রয় করা যাবে। এভাবে আগামীতে আরও তিনটি অর্থবৎসরের বাজেট থেকে ১০ কোটি করে এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহ থেকে আরও ১৫ কোটি করে সংগ্রহপূর্বক বর্তমান অর্থবৎসরসহ চার অর্থবৎসরে ১০০ কোটি টাকায় প্রায় ২০০০০ হাজার কম্পিউটার সংগ্রহ করে দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে সেগুলো বিতরণ করা সম্ভব হবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়েছে সুন্দর সুন্দর কথা। আর এখন ১ লাখ টাকায় কম্পিউটার কিনছে এটা প্রধানমন্ত্রী আদৌ জানেন কী? প্রধানমন্ত্রী হয়তো জানেন না ৬ আগস্ট '০২ একটি টেন্ডার হয়েছে কম্পিউটার

মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিরোধ

ইউএনডিপি'র এইডস্ প্রজেক্টও বন্ধ

ইউএনডিপি বাংলাদেশে এইডস্ বিষয়ক আর কোনো কর্মসূচি চালাবে না। কেন এই সিদ্ধান্ত ইউএনডিপি নিয়েছে সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে যতদূর জানা গেছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিরোধই হয়ত ইউএনডিপির কর্মসূচি বাতিল হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে এইডস্ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইউএনডিপির অর্থায়নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইচএসটিডি প্রোগ্রামের আওতায় ২০০০ সালে বাংলাদেশে ২৪টি প্রকল্প কাজ শুরু করে। বস্তি ও রাস্তার শিশু, বিদেশে কর্মরত শ্রমিক, নারী ও শিশু পাচার, যৌনকর্মী, বিবাহ-পূর্ব ও বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলন, হিজড়া, পেশাদার রক্তদাতা, পুরুষ সমকামী, ট্রাক ড্রাইভার এবং দেশের কয়েকটি জেলার কিছু এলাকা নির্দিষ্ট করে এই প্রজেক্টগুলো হাতে নেয়া হয়েছিল। এ পর্যন্ত প্রজেক্টগুলোর ৫টি বন্ধ হয়ে গেছে। বাকি ১৯টির কাজ এ বছরই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ইউএনডিপির পক্ষ থেকে প্রজেক্টগুলোর সময় বাড়ানোর বিষয়ে এখন পর্যন্তও কোনো সাড়া মেলেনি।

ইউএনডিপি পরিচালিত এই প্রকল্পগুলোর প্রতিটি জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করে আসছে। জানা যায়, এইডস্ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে কোনো প্রকল্প সরকারের নেই। প্রকল্পগুলো বন্ধ হয়ে গেলে বাংলাদেশে এইডসের কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ২২ জন নতুন করে এইডসে আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ জন প্রবাসী শ্রমিক, ৪ জন গৃহিণী। এ পর্যন্ত এইডস্ ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে এইডস্ রোগী ১৯ জন। এর মধ্যে মারা গেছে ১৬ জন। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২০০১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এইচআইভি পজেটিভের সংখ্যা ১৮৮ জন। প্রতি বছর এই হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ এইডস্ আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে চরম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। দেশে বর্তমানে চরম দারিদ্র্য ও শিক্ষার নিম্নহারের পাশাপাশি পরিবারে ও সমাজে মেয়েদের নিম্ন মর্যাদাকর অবস্থা চরমভাবে বিদ্যমান রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সঙ্গে ভৌগোলিক সীমানা রয়েছে এমন প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারে এইচআইভি সংক্রমণের উচ্চহার বিরাজ করছে। এইডস্ মারাত্মক আকার নিয়েছে ভারতের 'সেভেন সিস্টার রাজ্যগুলোতেও। তাছাড়া বছরে গড়ে এক লাখ থেকে সোয়া এক লাখ মানুষ চাকরির জন্য বিদেশে যাচ্ছে। বাংলাদেশে যে কয়জন পুরুষ এইডস রোগী রয়েছেন, তারা প্রায় সবাই বিদেশ প্রত্যাগত। যৌনকর্মীদের মধ্যে রয়েছে যৌন রোগের প্রাদুর্ভাব। এদের মধ্যে সিফিলিসের হার ৩০-৩৫% এবং পুরুষ সমকামীদের মধ্যে ১৮-৫০%। এছাড়াও রয়েছে এইচআইভি সংক্রমণ, এর প্রতিরোধের উপায় এবং যৌনরোগ ও এর চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাবার পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব।

বাংলাদেশ যখন এতসব সমস্যার সম্মুখীন, এমতাবস্থায় এইডস্ বিষয়ক সচেতনতার এসব প্রকল্পগুলো বন্ধ হয়ে গেলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এইডস্ সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করবে ।

আসাদুর রহমান

ক্রয় প্রসঙ্গে। এখানে শুধু কম্পিউটারের (সিপিইউ ও মনিটর) দাম ন্যূনতম ওঠেছে ৫৮,০০০ টাকা (ব্র্যান্ড মেশিন)। ইউপিএস, প্রিন্টার মিলে খরচ ১ লাখ টাকাকে অতিক্রম করে। আশ্চর্যের বিষয়, টেন্ডারটিতে ১ হাজার কম্পিউটার কেনা হলেও সফটওয়্যার কেনা হচ্ছে শুধু একটি কম্পিউটারের জন্য। হয়ত বাকি কম্পিউটারগুলোতে তা পাইরেটেড কপি করে দেয়া হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে পাইরেসিকে এভাবে উৎসাহিত করলে তা কখনোই দেশের জন্য মর্যদাকর নয়। প্রধানমন্ত্রীকে এভাবেই অন্ধকারে রাখা হচ্ছে। জানানো হচ্ছে না অনুদানের টাকায় কিনতে গেলে যে কম্পিউটার কিনতে আমাদের পকেট থেকে যেত ৪৮ হাজার টাকা, তারচেয়ে কম সুবিধার কম্পিউটার আমরা কিনছি ১ লাখ টাকার বেশি খরচ করে। প্রধানমন্ত্রীকে যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ১০০ কোটি টাকায় কম্পিউটার কেনা যাবে ২০ হাজার। অথচ ১০০ কোটি টাকায় তারা কিনতে পারবেন ১০ হাজার। দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহীকে অন্ধকারে রেখে এই যে কার্যকলাপ, এখানে কী দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যায় না?

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ২০০১ সালের ৩০ জুন নেদারল্যান্ড সরকারের অরেট প্রোগ্রামের আওতায় ৪৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকার অনুদানসহ ৯০ কোটি ৯০ লাখ টাকার দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐদিনই নেদারল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান টিউলিপ কম্পিউটার ইন্টারন্যাশনাল বিভি'র সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার একটি বাণিজ্যিক চুক্তিও সম্পাদন করে। চুক্তিতে টিউলিপ প্রদত্ত দর হলো একটি কম্পিউটার ৫৬ হাজার ৮৯৪ টাকা, প্রিন্টার ৫ হাজার ৫০০ টাকা, ইউপিএস ২১ হাজার ৫০০ ২১ টাকা, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ১৩ হাজার টাকা। প্রদত্ত দরের অর্ধেক নেদারল্যান্ডের অনুদান এবং বাকি টাকা বাংলাদেশ সরকারের। চুক্তি সম্পাদনের আগে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য তৎকালীন শিক্ষা সচিব ড. সা'দত হুসাইন যে সারসংক্ষেপ পাঠান (২২ মে ২০০১) তাতে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়। চুক্তিতে অবশ্য ৩০ দিনের মধ্যে তা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সরকারের পট পরিবর্তনের পর ২০০১ সালের ১১ নবেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নেদারল্যান্ড সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ৬ মাসের সময় চায়। নেদারল্যান্ড সরকার এটা মেনেও নেয়। তারপর নানা টালবাহানা করে সর্বশেষ ৮ মে নেদারল্যান্ড সরকারকে জানানো হয় বাংলাদেশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে না।

প্রকল্প বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্তে কার ক্ষতি হয়েছে? নেদারল্যান্ডের? মোটেই না। তারা তো অনুদান দিতে চেয়েছে। এখন বাংলাদেশকে না দিয়ে অন্য দেশকে তারা দেবে বা এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে। কিন্তু এর ফলে বাংলাদেশ সরকারের যে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে তা কি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল ভেবে দেখেছে? শুধু অরেট প্রোগ্রামের আওতায় নেদারল্যান্ড বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রায় ৩ কোটি টাকার অনুদান দেয়। দাতাকে এভাবে অগ্রাহ্য করার পর তারা আর কী অগ্রসর হবে? অরেট প্রোগ্রাম ছাড়াও নেদারল্যান্ড আরও কয়েকটি প্রোগ্রামের আওতার অনুদান দেয়। সেটাও বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

আসলে আমরা এমন আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে আছি যে অবৈধ উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকলে বৈদেশিক সাহায্য পর্যন্ত ফিরিয়ে দিতে দ্বিধা করছি না। এই নৈতিক অবক্ষয় ঠেকানো না গেলে কিসের উন্নতি? তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নতি তো অনেক দূরের ব্যাপার।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি দয়া করে খোঁজ নেবেন কী? কেন আপনার কাছে তথ্য গোপন করা হলো? কার স্বার্থে? কার স্বার্থ বড়? দেশের? মন্ত্রীর না সচিবের?

> নিজেদের লাভের কথা চিন্তা করে সরকারের সর্বোচ্চ মহলকে ভুল বুঝিয়ে একশ্রেণীর কর্মকর্তা অনুদান নেয়া ঠেকিয়ে দিয়ে কার্যত দেশের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এদেশের মন্ত্রী-আমলারা দুর্নীতি করেন, এটা দেশের অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করেন। দুর্নীতি করে তারা দেশের ক্ষতি করেন এটাও সবাই জানে। আবার সেটা করতে না পেরেও যে দেশের ক্ষতি করতে তারা দ্বিধা করেন না, ৯০ কোটি ৯০ লাখ টাকার কম্পিউটার প্রকল্পটি বাতিল হওয়াটা তারই প্রমাণ।

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

পাত্রী চাই, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের শ্যামলা, সুশ্রী চাকরিজীবী (বয়স-২৮) প্রহসনমূলক স্বল্প সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদপ্রাপ্তা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। উল্লেখ্য, পাত্রীর দুই ভাই দুটি উন্নত দেশের অভিবাসী। উপযুক্ত পাত্র অথবা অভিভাবকগণ বিস্তারিত বিবরণসহ যোগাযোগ করুন। উপযুক্ত পাত্রকে দেশে অথবা বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা যেতে পারে।– যোগাযোগ : বক্স-২৬৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, ই-মেইল : ksp@rn.com.

***

'আমাকে এমন একটি কথা দাও যা হবে সহজ, সুন্দর ও আন্তরিকতায় ভরা।' চাইছি কারো উদার সহযোগিতায় হাত ও নিবিড় বন্ধুত্ব। ২০ উর্ধ্ব রমণীদের প্রতি বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ রইলো।– তানভীর, ফোন- ৭১২৫১২৯ (রাত ৯টার পরে)

***

রিমা, ১৩ আগস্ট তোমার শুভ জন্মদিন। জন্মদিনে তোমাকে একগুচ্ছ রজনীগন্ধার শুভেচ্ছা।- জয়ন্ত/উজ্জ্বল

***

Tuition Wanted, MBA students (IBA, DU) with extensive hands on experience in teaching IELTS, TOEFL, GMAT, SAT, IBA, NSU are offering tutorial assistance.– Polash (Civil, BUET), Asheq (Hons + MA in English) 8014402, 019-357050 (T & T)

***

জীবন সঙ্গীর প্রয়োজনে সুন্দর চোখ ও সুন্দর ফিগারের কাউকে খুঁজে ফিরি জানতে ও বুঝতে। শুধুমাত্র ছবিসহ লিখলে আমিও তোমাকে লিখবো (ছবি ফেরতসহ)।– Shahin, C/o, A. Gomes, Kleine Steuben-Str-11, 45139 Essen, Germany

***

বান্ধবী চাই, মনের কথা শোনাতে চাই ও শুনতে চাই। এ পৃথিবীতে সুখী কেউ নেই তারপরও আমরা সুখ খুঁজি। বেঁচে থাকতে হলে সুখ দরকার। ১৫ থেকে ২৪ বছরের মনের মানুষ চাই। সুন্দর, স্মার্ট ও ভালো মনের। মোর ইন ওয়ান।–রাসেল 018242314, 011846244